ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফি- ১৩(আগরতলা, ১২।৬)
বিলোনীয়া, ১২ জুন ২০১৮

প্রাণী পালন বদলে দিচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি

।। বিনয় মজুমদার ।।

প্রাণী পালন ত্রিপুরার গ্রামীণ জনগণের জীবিকা নির্বাহের এক অন্যতম অবলম্বন। পশুপালন এখন রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি এক নতুন চেহারা এনে দিয়েছে। গ্রামে অনেক বাড়িতেই গোয়ালঘর, শুকরের খোয়ার, হাঁস-মোরগ পালনের ঘর দেখা যায়। ত্রিপুরার গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ প্রাণী পালনের পেশায় নিয়োজিত। এমনও দেখা যায় স্বামীর আয়ের পাশাপাশি প্রাণী পালনের মাধ্যমে স্ত্রীরা'ও আয় বাড়ানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন। ঋষ্যমুখের গাবুরছড়ার কিরন্তী চাকমা, টিংকু দে (দাস), পুরবী দাস, খুকুরাণী নমঃ, সবিতা দাস, যমুনা দাস, পূর্ণিমা দাস, অঞ্জুরাণী দাস প্রমুখ উদ্যোমী মহিলারা তারই নজির। স্বামীর রোজগারের পাশাপাশি এই মহিলারাও এখন সংসারে আয় বৃদ্ধিতে সংকল্পবদ্ধ এবং সংগঠিত। শ্রমজীবি পরিবারের গৃহবধু তারা।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন বর্তমানে এদের প্রেরণা হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। বছর খানেক আগে গাবুরছড়া এ ডি সি ভিলেজের এই আট জন পশ্চাদপদ মহিলা সন্তোষী স্ব-সহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে এগিয়ে চলার এক নতুন পথ শুরু করেন। দলের সদস্যা কিরন্তী চাকমা জানিয়েছেন,বি পি এল এবং অন্ত্যোদয় পরিবারের সদস্যা সকলে। রাজ্য সরকার সবসময় তাদের পাশে আছে বলে নানা সমস্যার সমাধান করে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে চলেছেন। ইন্দিরা আবাস যোজনা বা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে থাকার ঘর পেয়েছেন, বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় পেয়েছেন, কুটিরজ্যোতি প্রকল্প ও দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রকল্পে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস পেয়েছেন। এভাবে সরকারী নানা সাহায্যের উপর ভর করে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন সকলে। বর্তমানে তারা সংসারের রোজগার বৃদ্ধিতে সন্তোষী স্ব-সহায়ক দলের সাহায্যে ঋণ নিয়ে গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছেন। প্রত্যেকে সপ্তাহে ২০ টাকা করে টাকা জমাচ্ছেন এবং প্রয়োজন অনুসারে সহমতের ভিত্তিতে ঋণ নিচ্ছেন। এরমধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে দলের মাধ্যমে ২ পর্যায়ে মোট ষাট হাজার টাকা ঋণ পেয়ে দলের অর্থনৈতিক ভিত কিছুটা শক্ত হয়েছে। খুকুরাণী নমঃ দাস ৫ মাস আগে দল থেকে অল্প সুদের হারে ৭০০০ টাকা ঋণ নিয়ে গরু কেনেন। ৭-৮ মাস পর দুধ বিক্রি করে সংসারে বাড়তি আয় আসবে । এই আশা তার। খুশি খুকুরাণী ও তার পরিবারের সদস্যরা। সবিতা দাস দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাছুর কেনেন। যমুনা পাল ২ বারে মোট চৌদ্দ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২টি গরুর বাছুর ও ২টি শুকর ছানা কিনেছেন। পুরবী দাস, স্বামীর সব্জী ব্যবসার সঙ্গে সংসারের আয় বৃদ্ধিতে এগার হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু ও শুকর কিনে পালন করছেন। টিংকু দে (দাস) সন্তোষী স্ব-সহায়ক দলের সদস্যা হয়ে দারুণ খুশী। তিনি জানান, বর্তমানে তার ছাগল ছানা বড় হচ্ছে। স্বামী বর্গার জমিতে ধান সব্জি চাষ করেন, দিনমজুরের কাজ করেন। এতে যা আয় হয় তাতে ৫ জনের সংসারে অভাবের বোঝা কাটানো খুব কষ্ট হত। গত ৬ মাস আগে দলের থেকে টাকা ঋণ নিয়ে একটি গর্ভবতী ছাগল কিনেন। এই ছাগল ৩টি ছানার জন্ম দেয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন এগুলি বিক্রি করে ৬-৭ হাজার টাকা আয় আসবে। এছাড়াও তিনি দুইটি গরুর বাছুর কেনেন। দল থেকে তিনি দুই বারে মোট দশ হাজার টাকা ঋণ নেন।

সংসারের আয়ের মূল উৎস যেখানে কৃষি কাজ ও রেগার কাজ করার পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারের মহিলারা প্রাণী পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। এদের সকলের এক কথা প্রাণী পালনের মাধ্যমে অল্প সময়ে সংসারে আয় আসছে। তাই প্রত্যেকে মিলে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হবার জন্যে প্রাণী পালনকেই বিকল্প পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

******